reconcilable ...

মেটারনিকতন্ত্র বা মেটারনিক ব্যবস্থা

১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ইউরোপকে অনেকেই "মেটারনিকের যুগ" বলে চিহ্নিত করেছেন। কোন রাজপুরুষ ইতিহাস সৃষ্টি করেন, না ইতিহাসই সৃষ্টি করে একজন রাজপুরুষকে— এ নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক চলতে পারে।

Scanned with CamScanner

পরে এসেছে।

উনিশ শতকের ইউরোপে পুরাতনতন্ত্র ও রক্ষণশীলতা এবং আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার মধ্যে যে সংঘাত বেঁধেছিল, তাতে সাধারণতঃ মেটারনিককে পুরাতনতন্ত্র ও রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক বলে অভিহিত করা হয়। তিনি প্রায় সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় শুধু অষ্ট্রিয়ায় নয়, সমগ্র ইউরোপে, নতুন মতাদর্শগুলিকে দমিয়ে রাখতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন। তিনি সত্যই রক্ষণশীল ছিলেন

Scanned with CamScanner

শতকের অষ্ট্রিয়া ছিল রক্ষণশীলতার দুর্গ। এই সময়ে অষ্টিয়া সাম্রাজের কাছে যে দুটি প্রধান সমস্যা ছিল, তা হলো (১) শতধাবিচ্ছিন্ন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখা এবং (২) জার্মানীতে প্রাধান্যের প্রশ্নে প্রাশিয়ার সঙ্গে দ্বৈত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করা। ঊনিশ শতকে প্রথম সমস্যাটির সমাধানে অষ্ট্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেও দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তাকে প্রাশিয়ার কাছে নতি

Scanned with CamScanner

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মেটারনিক যে বিপুল কর্মযজ্ঞ বা সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তাকেই এক কথায় মেটারনিকতন্ত্র বলা হয়। মেটারনিকতন্ত্রের দুটি দিক ছিল। প্রথমটি হলো অষ্ট্রীয় নীতি বা পরিকল্পনা। এরই সম্প্রসারিত রূপ হলো জার্মান নীতি। অষ্ট্রিয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল

Scanned with CamScanner

মেটারনিকের ব্যর্থতা তা প্রমাণ করেছিল।

এবার আসা যাক মেটারনিকতন্ত্র বা ব্যবস্থার দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায়। মেটারনিকের রক্ষণশীল নীতি কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সঙ্কীর্ণ সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি মনে করতেন যে, ভারসাম্য নীতি সমগ্র ইউরোপ জুড়ে প্রয়োগ করতে না পারলে অষ্ট্রিয়াতে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থাৎ তিনি কোন দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বা ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে চান নি।

Scanned with CamScanner